ISSN 2319-2151

2018 - 2019

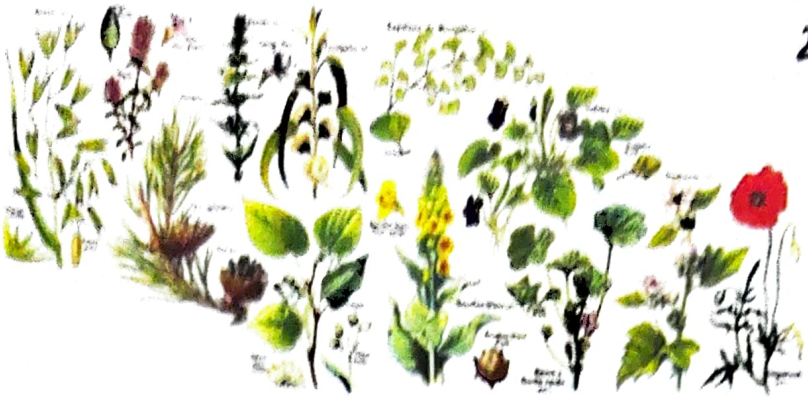

QUEST

2018 - 19
Vol - 13

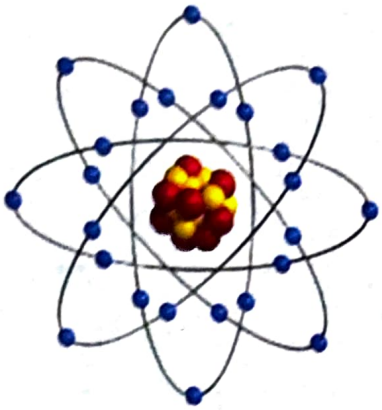

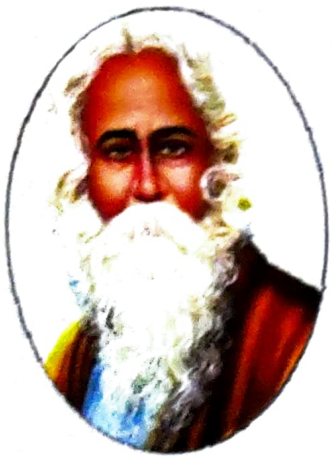

Uluberia College
Uluberia, Howrah- 711315

CONTENTS

Part I

A Tribute to Satyendranath Bose
Dr. Chandra Das 3

পদাতিক কবি সুভাষ মুখোবাধ্যায়
ডঃ মমতাজ বেগম 7

শতায়ু সোমেন চন্দ
ডঃ বাসন্তী ভট্টাচার্য 13

Part II

কবিতা সিংহের কবিতা ঃ 'এক এক হরফ নেয় রক্তের শরীর'
প্রীতম চক্রবর্ত্তী 20

গ্রামবাংলার জনজীবনের বৈচিত্র্য
প্রসেনজিৎ ভৌমিক 38

বাংলার পটচিত্রের সেকাল - একাল
মৌমিতা নন্দী 47

বামপন্থী আদর্শ ও নারী আন্দোলনের প্রেক্ষায় ঃ
কনক মুখার্জি এবং তাঁর সাহিত্য চর্চা
পারমিতা সরকার 53

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রজা-কল্যাণকর তথা সামাজিক কার্যাবলী
(চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোক)
সুজয় বাগ 60

শতায়ু সোমেন চন্দ

ডঃ বাসন্তী ভট্টচার্য

এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

সোমেন চন্দ - বাংলা সাহিত্যের প্রথম শহীদ লেখক। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। মসী বুঝি অসির চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তাঁর হাতে। তাই বুঝি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেবল তাঁর লেখা নয় গোটা জীবনটাকেই। প্রকাশ্য দিবালোকে, উন্মুক্ত রাজপথে খুন করা হয়েছিল তাঁকে। আততায়ীর হাতে থেমে গিয়েছিল তাঁর জীবনস্পন্দন, কিন্তু থামে নি তাঁর জীবন ও মননের চর্চা। কলেজ-বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বা লেখকের জন্মঃশতবর্ষপূর্তির স্মরণে বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সোমেন চন্দর জীবন ও সাহিত্য।

সোমেন চন্দর জন্ম হয় তাঁর মামার বাড়িতে ধাউর গ্রামে ১৯২০ সালের ২৪ শে মে। সোমেনের পৈতৃক ভিটে ছিল ঢাকার নরসিংজী অঞ্চলের বালিয়া গ্রামে। গ্রামের বংশানুক্রমিক জমিনির্ভর জীবনযাপন ছেড়ে সোমেনের জ্যাঠামশাই ও বাবা চলে এসেছিলেন ঢাকা শহরে। পরবর্তী কালে সোমেনের পিতা সপরিবারে বাস করেন দক্ষিণ মৈশুণ্ডির ৪৭ নম্বর লালমোহন সাহা স্ট্রীটের পাঁচ কামরার ভাড়া বাসাতে। বলা যায় সোমেনের জ্যাঠামশাই রাজেন্দ্রকুমার চন্দ ও পিতা নরেন্দ্রকুমার চন্দ পরিবারের প্রথম দুই সন্তান যাঁরা জমিজায়গার মালিক হয়েও জমিস্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে না থেকে স্বাধীন জীবিকানির্ভর জীবনের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হন। নরেন্দ্রকুমার প্রথমে কাজ নেন পাটের অফিসে কেরানীগিরির। তারপরে যোগ দেন ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে। জীবিকার পাশাপাশি নরেন্দ্রকুমারের উৎসাহ ছিল রাজনীতির গতিপ্রকৃতির চর্চায়। ব্যায়ামচর্চা করেছেন পুলিন দাসের আখড়ায় - যে আখড়া আদতে ছিল গুপ্ত অনুশীলন সমিতি। আবার বিপ্লবী বিপিন পালের অনুবর্তীও ছিলেন। যদিও হত্যা ও ডাকাতির রাজনীতি থেকে তিনি দূরেই ছিলেন। কবি শ্রী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর লেখায় জানা যায়, 'সোমেনের বাবা গল্প করতে ভালোবাসতেন, তেমন শ্রোতা পেলে তিনি দেশ-কাল-পাত্র নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। সোমেন অত্যন্ত অল্প বয়সেই র‍্যামজে, লয়েড জর্জ, ম্যাকডোনাল্ড, উইনস্টন চার্চিল প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের নাম বাবার কাছে শুনেছিলেন।' বোঝা যায় এ হেন পিতার রাজনীতি সচেতন মন ও স্বদেশবোধ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন সোমেন চন্দ। সোমেনের মা শ্রীমতি হিরণবালা নন্দ ছিলেন সুন্দরী, অমায়িক, নম্র স্বভাবের। সোমেন তাঁর মাত্র চার বছর বয়সে এই গর্ভধারিণী মাকে হারান। আকস্মিকভাবেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। নরেন্দ্রকুমার দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন শ্রীমতি সরোজহাসিনী দেবীকে। বিমাতা সরযূ এবং বৈমাত্রেয় তিন ভাইবোন - নন্দিতা, কল্যাণ ও নিবেদিতার সঙ্গে সোমেনের সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা ও প্রীতির। পারিবারিক এই সম্প্রীতি গড়ে তুলেছিল সোমেন চন্দ্রের অন্তরজগৎ। তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্পে তাঁর পিতামাতার ব্যক্তিত্বের তথা পারিবারের প্রতিফলন ঘটেছে বারবার।